মুস্তাফিজ ইস্যু ক্রিকেটের মাঠ থেকে নিরাপত্তা নাকি কৌশলমূলক বার্তা



সংগৃহীত ছবি

আইপিএলের আগে মুস্তাফিজ নিয়মিত খেললেও হঠাৎ নিরাপত্তা ইস্যু হিসেবে উত্থাপিত হওয়ায় প্রশ্ন তৈরি হয়েছে। বিশ্লেষকরা মনে করছেন, মূল কারণ নিরাপত্তা নয়, বরং এটি কৌশলগত বার্তা ছিল। কেন হঠাৎ নিরাপত্তা বড় ইস্যু হয়ে গেল, সেটিই এখন আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু।

আইপিএল ২০২৬ মৌসুমে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড (বিসিসিআই) নিরাপত্তার অজুহাত দেখিয়ে মুস্তাফিজকে বাদ দেয়। এই সিদ্ধান্ত শুধু একজন ক্রিকেটারকে বাদ দেওয়ার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকেনি, আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে সিদ্ধান্ত গ্রহণের স্বচ্ছতা এবং রাজনৈতিক প্রভাব নিয়েও প্রশ্ন তুলেছে।

পরিস্থিতি আরও জটিল হয়ে ওঠে যখন বাংলাদেশ সরকার টি২০ বিশ্বকাপে ভারতের মাটিতে জাতীয় দল পাঠাতে অস্বীকৃতি জানায়। বিষয়টি কেবল ক্রিকেট বোর্ডের নয়, রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে পৌঁছেছে। দুই দেশের ক্রীড়া কূটনীতি নতুন চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হয়েছে।

তেতুলিয়া গ্রামের সাধারণ পরিবার থেকে উঠে আসা মুস্তাফিজুর রহমান ধারাবাহিক পারফরম্যান্স, বৈচিত্র্যময় কাটার এবং চাপের মুহূর্তে কার্যকারিতার কারণে বিশ্বের নির্ভরযোগ্য বোলার হিসেবে নিজের অবস্থান তৈরি করেছেন। তিনি আজকাল কেবল ক্রিকেটার নয়, কখনো কখনো কূটনৈতিক বাস্তবতারও অংশ হয়ে উঠছেন।

মুস্তাফিজ বিতর্ক ও উত্তেজনার মধ্যেও উসকানিমূলক মন্তব্য থেকে বিরত থেকেছেন। রাজনৈতিক অবস্থান নয়, মাঠের পারফরম্যান্সই তাঁর একমাত্র জবাব। এভাবে তিনি একজন পরিপক্ক আন্তর্জাতিক ক্রিকেটারের পরিচয় বহন করছেন।

বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন, এই টানাপোড়েন দীর্ঘস্থায়ী হলে এর প্রভাব পড়বে দ্বিপাক্ষিক সিরিজ, এশিয়া কাপ এবং ভবিষ্যৎ আইসিসি ইভেন্টের সমন্বয়ের ওপর।তেতুলিয়ার ছোট ছেলেটি আজ অনেক বড় হয়ে রাষ্ট্রীয় কূটনীতির অংশ হয়ে উঠেছেন। তবে একটাই বিষয় নিশ্চিত: মুস্তাফিজুর রহমান থাকবেন নিজের গতিতে, নিজের কাটারে, নিজের পরিচয়ে।